ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স -৪৪২৮(আগরতলা, ২০।৩)
কৈলাসহর, ২০ মার্চ ২০১৭

কৈলাসহরে জাতীয় হস্ততাঁত ও বস্ত্রমেলা শুরু

কৈলাসহরের শ্রীরামপুর বৈদ্যনাথ মজুমদার কর্ণারে জাতীয় হস্ততাঁত ও বস্ত্রমেলা ১৮ মার্চ থেকে শুরু হয়েছে। ১৫ দিন ব্যাপী এই মেলা চলবে আগামী ১ এপ্রিল পর্যন্ত। কেন্দ্রীয় হস্ততাঁত ও হস্তকারু উন্নয়ন কর্পোরেশন এবং রাজ্য হস্ততাঁত ও হস্তকারু উন্নয়ন কর্পোরেশন লিমিটেডের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই মেলার উদ্বোধন করেন শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী তপন চক্রবর্তী। উদ্বোধকের ভাষণে মন্ত্রী শ্রী চক্রবর্তী বলেন, এখন হস্ততাঁতের চাহিদা ক্রমশঃ বাড়ছে। আজ এর বাজার তৈরী হয়েছে। ব্যবসার জন্য তৈরী হয়েছে স্থায়ী দোকানও। হস্ততাঁত শিল্পীদের এই কাজকে ধরে রাখতে হবে। তিনি বলেন, রাজ্যে হস্ততাঁতের ৪৭ টি সরকারী দোকান রয়েছে। মানুষের রুচির সঙ্গে তাল মিলিয়ে জিনিস তৈরী করতে হবে। গোটা দেশে লাইসাম্ফি, সিল্কের শাড়ী এবং বেডসিটের জন্যে রাজ্যের হস্ততাঁতের সুনাম রয়েছে। এক্ষেত্রে রাজ্যের উপজাতি অধ্যুষিত এলাকার ক্লাষ্টারগুলো দারুণ কাজ করছে। এদের জন্যে স্কীল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম রয়েছে। রাজ্য সরকার ছাত্রছাত্রীদের স্কুল ইউনিফর্মের জন্যে প্রতি বছর ২৫ কোটি টাকা ব্যয় করেন। এরজন্য তিনি হস্ততাঁত শিল্পীদের এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি কল্পনা দেবনাথ গ্রামীণ মা-বোনদের আরো বেশী করে হস্ততাঁত শিল্পের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নিজেদের স্বনির্ভর হবার আহ্বান জানান। সভাপতিত্ব করেন গৌরনগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শান্তি সিনহা। স্বাগত ভাষণ দেন ত্রিপুরা হ্যান্ডলুম-হ্যান্ডিক্র্যাফট ডেভেলাপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর এল টি ডার্লং। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন চন্ডীপুর পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান পুলিন পাল, কৈলাসহর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন ইন কাউন্সিল দেবাশিস সেন, গৌরনগর পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তণ চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী প্রমুখ। উল্লেখ্য, মেলায় মোট ৪৭টি ষ্টল খোলা রয়েছে। মেলা চলাকালীন প্রতিদিন সন্ধ্যায় মুক্তমঞ্চে পরিবেশিত হচ্ছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

****

This document was created using SmartPDF Converter
To remove this message purchase this product at www.SmartPDFConverter.com